

টেকস্টবুক বোর্ডের বক্তব্য

বিগত ২৪শে আষাঢ় ১৩৯৫, ৯ই জুলাই ১৯৮৮ তারিখে দৈনিক বাংলার "জনমত" কলামে "টেকস্টবুক বোর্ডের পুনর্মুদ্রিত বই" শিরোনামে প্রকাশিত চিঠির বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে এবং ঐ একই বছরের ডিসেম্বর মাসে মুদ্রিত ৯ম-১০ম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য পাঠ্যবইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গদ্যাংশের দশটি রচনায় প্রশ্নাবলী পুনঃবিন্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকা মারফত একথা বহুবাহর জানানো হয়েছে যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড কর্তৃক প্রতিবছর পাঠ্যপুস্তক মদ্যুগের পূর্বে পাঠ্যপুস্তককে মূল্যায়ন করার জন্য সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ বোর্ডের নিয়মানুযায়ী অভিজ্ঞ শ্রেণী-শিক্ষক, বিষয়-বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত চার-সদস্যবিশিষ্ট 'রিভিউ কমিটির মাধ্যমে' পাঠ্যপুস্তকের সংশোধন ও পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠদানের স্বার্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের এই প্রক্রিয়ায় রিভিউ কমিটির সদস্যগণ ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত পাঠ্যবইয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী শুধুমাত্র প্রশ্নাবলী পুনঃবিন্যাস করেছেন। প্রশ্নাবলী পুনঃবিন্যাসের ক্ষেত্রে তারা মৌলিক কোন পরিবর্তন করেননি। সাধারণত প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যেক পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হয়ে থাকে। একই শিক্ষাসূচী ও অধ্যায় থেকে অসংখ্য নমুনা প্রশ্ন করা যায়।

৩-এর কঃ পর

কাজেই প্রতি বছরই যে একই অধ্যায়ের শেষে একই প্রশ্নমালা দিতে হবে এমন কথা নেই।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে মুদ্রিত পাঠ্যবই যেমন বিক্রয়ের, তেমনি ক্রয় করারও নিয়ম। তবে এর ব্যতিক্রম হলেও কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সূফী মোতাহার হোসেন,
প্রধান সম্পাদক,
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক
বোর্ড, ঢাকা।